জঙ্গলমহল থেকে ঘুরে এসে

বিপ্লব দাস

অফিস ছিল ঝাড়খণ্ডের ছোট্ট একটি জনপদে। সবেমাত্র ইস্তফা দিয়ে নিজের বাঁকুড়ার বাড়িতে এসে পৌঁছেছি। যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির মেইল এলো। লালগড় কাণ্ড নিয়ে একটি রিপোর্ট বানাতে হবে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিলাম শুরু থেকেই। এবার পকেটে মেইলের ফোটোকপি নিয়ে মোটরবাইকে জঙ্গলমহল চষে বেড়ানো শুরু হল।

যা যা দেখলাম শুনলাম কোনোটিই লিখে ব্যক্ত করা আমার মতো অপটু হাতে সম্ভব নয়। সব হারানো সেই গ্রাম্য বৃদ্ধার কথা কিংবা টাঙ্গি হাতে শবর সম্প্রদায়ের বালকটির কথা বলব কীভাবে ভাবছি।

৫ নভেম্বর : লালগড়ের ডায়েরি

গত ২ তারিখ শালবনিতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের কনভয়ে মাইন বিস্ফোরণের জেরে লালগড়ের ছোটপেলিয়া গ্রাম - সহ আরও কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের নামে পুলিশ গ্রামের মহিলাদের নিগৃহীত করেছে এবং নিরীহ ছাত্রদের মাওবাদী বলে গ্রেফতার করায় এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানে স্থানে পথ অবরোধ, গাছ ফেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার খবর আসছে।

৮ নভেম্বর :

লালগড় কাণ্ডের জেরে লালগড় থানার আই সি - কে ছুটিতে পাঠানো হল। তবুও আন্দোলন কমার কোনো লক্ষণ নেই। স্থানীয় বাসিন্দারা ঝিটকার কাছে মেদিনীপুর - লালগড় সড়কটিও কেটে ফেলেছে। যাদের কারণে আদিবাসীদের ধিকিধিকি ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের আকার পেয়েছে শালবনি কাণ্ডে ধৃত সেই তিন ছাত্রকে শর্তাধীনে জামিন দিল মেদিনীপুর সি.জে.এম. আদালত। লালগড়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে 'ভারত জাকাত মাঝি মাড়ওয়া' নামের একটি আদিবাসী সংগঠন। তবে আন্দোলনে প্রথমবারের জন্য কোনো রাজনৈতিক দল সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অনিস শিকারিয়া এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আজ লালগড়ে এসেছিলেন।

১০ নভেম্বর :

মাওবাদী সন্দেহে আদিবাসী মহিলাদের ওপর পুলিশি অত্যাচার এবং ছাত্র গ্রেফতারের ঘটনার প্রতিবাদে 'ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টি' আগামী ১৬ নভেম্বর বাংলা বন্‌ধের ডাক দিল। ওয়াকিবহাল মহলের মতো সেদিন বাঁকুড়া - পুরুলিয়া - পশ্চিম মেদিনীপুরে এই বন্‌ধের প্রভাব পড়বে।

১১ নভেম্বর :

১০ নভেম্বর রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার রাজেশ সিংহের সাথে ভারত জাকাত মাঝি মাড়ওয়া -র জুয়ান গাঁওতার নেতা প্রবীর মুর্মু এবং অন্যান্যদের একটি বৈঠকে স্থির হয়েছিল পুলিশ বিকেল চারটের পর কোনো আদিবাসী গ্রামে ঢুকবে না, শালবনি কাণ্ডে ধৃতদের মধ্যে যে তিনজন ছাত্র রয়েছে তাদের নাম চার্জশিট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে এবং অত্যাচারিত মহিলাদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি ভেবে দেখা হবে। যদিও লিখিত কিছু দেওয়া হয়নি। সবটাই ছিল মৌখিক প্রতিশ্রুতি। মাঝি মাড়ওয়ার নেতারাও জানিয়ে দেন দহিজুড়ি মোড়ের অবরোধ তুলে নেওয়া হবে। দহিজুড়ি মোড়ের অবরোধ হঠলে মেদিনীপুরের সাথে লালগড়ের যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে এই আশা করে পুলিশ সুপার গভীর রাতে মেদিনীপুর ফিরে যান। কিন্তু আজ সকালে অবরোধ ওঠেনি। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে আদিবাসীদের ওপর নেতাদের নিয়ন্ত্রণ একদম নেই। উল্টে আরও কয়েকটি রাস্তা নতুন করে অবরোধের মুখে পড়ে, কোথাও বা রাস্তা কেটে গাছ ফেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এই মুহূর্তে ঝাড়গ্রামের সাথে বেলপাহাড়ি হয়ে বাঁকুড়ার দিকে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। বিনপুর, পরিহাটি, পুরুলিয়া কোনো রাস্তা খোলা নেই। ঝাড়গ্রাম শহরের মুখে নহরখালে আজ নতুন করে গাছ ফেলে পথ অবরোধ হয়। নামোজাদার কাছে ৯ নম্বর রাজ্য সড়কেও গাছ ফেলা হয়। লালগড়ে পানীয় জলের পাইপ কেটে দেওয়ায় এবং বিদ্যুৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় সেখানের অবস্থা দুর্বিষহ। এরকম কষ্টকর অবস্থার মধ্যেও আদিবাসীরা নতুন উদ্যমে লেগে পড়েছেন। প্রশাসনের ডাকা সর্বদল বৈঠক প্রত্যাখ্যান করে নিজেরা দলিলপুর মোড়ে একটি মিটিং করেন। সভায় উপস্থিতদের মাঝ থেকে দু'টি দাবি উঠে আসে। প্রথম, গত দশ বছরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হওয়া আদিবাসী এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের লোকেদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দ্বিতীয়, গত দশ বছরে মিথ্যা মামলায় ওই এলাকায় ধৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

১২ নভেম্বর :

রাজ্য - রাজনীতিতে সিপিএম আবার ধাক্কা খেল। সিঙ্গুরের তাপসী মালিক হত্যাকাণ্ডে সুহৃদ দত্ত এবং দেবু মালিককে চন্দননগর মহকুমা আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আজ।

এদিকে টানা সাতদিন অবরুদ্ধ জঙ্গলমহল। আজ শালবনি - রামগড় রাস্তায় নতুন করে অবরোধ শুরু হয়। ঝাড়গ্রাম শহরে ঢোকার মুখে আবার গাছ ফেলা হল। ফলে ঝাড়গ্রামের সাথে জামবনি, চন্দ্রি, লোধাশুলির যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

আন্দোলন শুধুমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সীমিত রয়েছে ভাবলে ভুল হবে। কেননা সকালবেলা গোয়ালতোড় - সারেঙ্গা রাস্তার অবরোধ দেখলাম। গোয়ালতোড় থেকে আসা লোক যেমন ছিল তেমনি পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়ার সারেঙ্গা থেকে অনেক লোক অবরোধে সামিল হয়েছিল। এর থেকেই জেলা পুলিশ প্রশাসন আশঙ্কা করেছে ১৬ নভেম্বর জঙ্গলমহলে ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির বন্ধকে ঘিরে উত্তেজনা হতে পারে।

১৩ নভেম্বর :

ঝাড়খণ্ড পার্টি নয়, মাঝি মাড়ওয়া নামের উপজাতীয় সংগঠন নয়, তাদের আন্দোলনকে জোরদার করতে এবার একটি

সর্বস্তরীয় সংগঠন করার প্রয়োজন বোধ করল আদিবাসীরা। সেই লক্ষ্যে লালগড়ের দলিলপুর মোড়ে একশোর ওপর আদিবাসী গ্রামের প্রতিনিধিরা হাজির হয়। মোট ১৬৫ জন সদস্য সমন্বিত 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি' গঠিত হল। প্রশাসনের কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে দশদফা দাবিও তৈরি হল। মাওবাদী সন্দেহে ধৃত গ্রামবাসীদের মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, পুলিশ ও প্রশাসনের ক্ষমা ভিক্ষা, পুলিশ ক্যাম্প সরানো সমেত অনেক কিছুই এই দাবির মধ্যে রয়েছে যা প্রশাসনের পক্ষে কিছুতেই মানা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক আর এরন ইজরায়েল।

এদিকে এক বছরের ওপর স্টাইপেন্ড বকেয়া থাকার ক্ষোভে বাঁকুড়া জেলা আদিবাসী সংগঠন সকাল থেকে বন্‌ধের ডাক দিয়েছে। তাদের বন্‌ধ ঘিরে সারা জেলায় ছিল চাপা উত্তেজনা।

১৭ নভেম্বর :

ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির ডাক গতকালের বন্‌ধ সফল। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর তো বটেই বর্ধমান, হুগলি, বীরভূমের অনেকাংশেও বন্ধের প্রভাব ছিল। বন্‌ধের বিকেলে বাঁকুড়ার তালডাঙরায় দিশম পার্টির সাথে সিপিএম সমর্থকদের সংঘর্ষে দু'পক্ষেরই বেশ কিছু সমর্থক আহত হয়। মজার ব্যাপার এই যে, এত বেছে বেছে শুধুমাত্র দিশম পার্টির ৭১ জন সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়।

লালগড় আন্দোলনের জের রাজ্য - রাজনীতির বাইরে জাতীয় স্তরেও চলে গেছে। দিল্লি থেকে সনিয়া - রাহুল এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছেন। আন্দোলনও এক জায়গায় থেমে নেই। জঙ্গলমহলের সীমানা ছেড়ে আরও দূর অবধি বিস্তৃত হয়েছে।

২০ নভেম্বর :

আন্দোলনের জঙ্গিপনায় সামান্য ঢিলে পড়তেই প্রশাসন এবং স্থানীয় সিপিএমের কর্মীরা আদিবাসী সংগঠনগুলির সাথে অবরোধ তোলা নিয়ে আলোচনায় বসল। নেতাদের আশ্বাস পেয়ে প্রশাসনের তরফে কয়েকটি রাস্তায় গায় সরানো হয়েছে এবং কাটা রাস্তা ভরাট করা হয়েছে। ঝাড়গ্রামকে স্বাভাবিক করা লেগেও লালগড়ের ৮৩টি গ্রাম এখনও অবরুদ্ধ। বেলপাহাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। এলাকা থেকে পুলিশ ক্যাম্প এবং পুলিশ ফাঁড়ি সরানোর দাবিতে গ্রামবাসীরা সরব। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা লালগড়ে গিয়ে তাদের সাথে আলোচনায় না - বসলে এলাকায় পুলিশ বয়কট করা হবে বলে তারা জানিয়ে দেন। এরকম অশান্ত পরিবেশে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হল দু'দিন আগে জঙ্গলমহলে ডিউটিরত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার একটি পুলিশ অফিসার ডিউটি করতে রাজি না হয়ে চাকরিতে ইস্তাফা দিলেন।

বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ, খাতড়া, রায়পুর, সিমলাপাল, তালডাঙরা ব্লকের স্থানে স্থানে পথ অবরোধ, মিটিং মিছিলে জায়গাগুলি ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

২৪ নভেম্বর :

অবরোধের উনিশটি দিন চলছে। জঙ্গলমহলের হাল যেমনটি ছিল তেমনই। প্রশাসনের সাথে বার দুয়েক মিটিং এর পরেও কোনো সুরাহা হয়নি। তৃণমূল - বিজেপি- কংগ্রেস - সহ সব বিরোধী দল ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা লালগড় নিয়ে মিডিয়ার সামনে বক্তব্যের ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। লক্ষ্য আদিবাসী ভোট ব্যাঙ্ক। আর শ্যামল বিমান - বিনয়ের মতো বাম নেতারা এসবের পেছনে মাওবাদীদের দায়ী করছে আর গালি পাড়ছে। ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির ৭১ জনকে এখনও জামিন দেয়নি। ওদের মুক্তির দাবিতে পার্টি সমর্থকেরা বাঁকুড়া জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিতে যান। সাথে তৃণমূল, কংগ্রেস, এস.ইউ.সি.আই., সমাজবাদী পার্টির জেলাস্তরের নেতারা।

২৮ নভেম্বর :

মাত্র দু'দিন পর পশ্চিমবঙ্গের চারটি পুরকেন্দ্রের নির্বাচন রয়েছে। তার মধ্যে একটি কেন্দ্র ঝাড়গ্রাম। আসন্ন নির্বাচনকে মাথায় রেখে গত এক সপ্তাহ ধরে সিপিএম এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না যাতে করে নির্বাচনের আগে বিরোধীরা কোনো ইস্যু পেয়ে যায়। আপাতত ধীরে চলো।

আদিবাসীদের উপর অত্যাচার - সহ তিনদফা দাবি সামনে রেখে ঝাড়খণ্ড পার্টি (আদিত্য) -র আজকের বন্‌ধে তিনটি জেলা বিপর্যস্ত। আগামী কালও বন্‌ধ চলবে বলে শোনা যাচ্ছে।

৩০ নভেম্বর :

বিকেলে সিপিএমের মেশিনারিজ 'ওকে' সিগন্যাল দেওয়ায় শেষ বিকেলে জঙ্গলমহলের বহু জায়গায় সমস্ত সিপিএম ক্যাডার বাহিনী নামে অবরোধ তুলে দিতে। দক্ষিণ বাঁকুড়ার বনকাঁটা, ময়না, রেঙুর বাঁধ এলাকায় অ্যাকশনের পুরোভোগে জেলা সম্পাদক - সহ সিপিএমের তাবড় নেতারা ছিলেন। পুলিশ 'নিরপেক্ষ' থেকে পুলিশের ভূমিকা পালন করেছে।

৩ ডিসেম্বর :

ঝাড়গ্রাম পুরনির্বাচনে জয়ী বামফ্রন্ট। শহরে উল্লাস উৎসব কোনোটাই নেই। চলছে শুধু জঙ্গলমহল উদ্ধারের নানা প্ল্যান।

৭ ডিসেম্বর :

অবশেষে পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটির সাথে বসল রাজ্য প্রশাসন। আন্দোলনকারীদের ১১ দফা দাবির মধ্যে ৮ দফা দাবি মেনে নেবে জানালো প্রশাসন। আন্দোলনকারীরাও অবরোধ তুলে নেওয়ার লিখিত সম্মতি দিল।

সংক্ষেপে এই হল অবরোধের এক মাত্র চলচ্চিত্র। আন্দোলন এখনও চলছে। ডান- বাম রাজনীতির সাথে পুলিশ-সিআরপি মিলে একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আপাত শান্ত মনে হলেও জঙ্গলমহলের আধ কোটি বাসিন্দার ক্ষোভ কখন কোনদিকে মোড় নেবে বোঝা খুব মুশকিল। এই যেমন গতকাল অর্থাৎ ১৩ ডিসেম্বর বান্দোয়ানে মাওবাদী মোকাবিলায় কর্তব্যরত জওয়ানদের সাথে গ্রামবাসীদের সামান্য বচসা গুলি পর্যন্ত গড়াল; গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে জওয়ানদের একটি জিপ

জ্বালিয়ে দিল।

ক্ষোভ এবং আদিবাসী সমাজ

ক্ষোভ! ক্ষোভ! তীব্র ক্ষোভ! কিন্তু কীসের জন্য? অনুন্নয়ন, অত্যাচার, সামাজিক, কোন বঞ্চনার শিকার হচ্ছে স্বাধীন ভারতের বাম রাজ্যের এতগুলি মানুষ? রাজনীতিক থেকে রিকশাওয়ালা সবাই বলছে অনুন্নয়ন এই ক্ষোভের মূল কারণ। সত্যিই কি তাই? জঙ্গলমহলের চেয়েও দরিদ্র গ্রাম, দরিদ্র জনগণ, দুয়োরানি ব্লক রয়েছে পুরুলিয়ার এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলে। এমনকী খাস কলকাতার নিকটবর্তী সুন্দরবনেও দারিদ্র্য কম নেই। তাহলে? গোর্খা আন্দোলনের সাথে এর কি কোথাও মিল রয়েছে? উত্তর হল সবটাতে নয়, কিন্তু কোথাও কোথাও তো অবশ্যই। দুটোতেই অন্যতম কারণ প্রবল জাত্যাভিমান।

দু'হাজার তিন সালের ১৫ আগস্ট বাঁকুড়া জেলার প্রথমবারের জন্য কোনো শবর গ্রামে স্বাধীনতা পতাকা উড়ল। ওরা শবর। ওরা সাপ, ব্যাং, ছুঁচো খায়। ওরা চোর - ছ্যাঁচোড়। এর বেশি কিছু দিতে পারিনি আমরা ভারতের এই প্রাচীন জাতিটিকে। জঙ্গলমহলের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী সাঁওতালরা বেশিরভাগই খেতমজুর। বছরের দু'মাস ওরা খুব ব্যস্ত থাকে বাবুর খেতে ধান কাটায়। কী পায়? দিনে ৬০ টাকা আর একবেলা ভরপেট পান্তা। বাকি দশমাস? কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি? কোড়া, ভূমিজ, মাহালি, মুন্ডা সব উপজাতিগুলিই সভ্য সমাজের চাপে শুকতলা হয়ে যেতে বসেছে। তাদের রীতি নীতি আধুনিক সমাজের চাপে আজ বিপর্যস্ত। অথচ ওদের সমাজ কাঠামো আমাদের চেয়ে অনেক মানবিক। গ্রামস্তরে মাজহি, জগ-মাজহি, পারানিক, জগ - পারানিক, গোডেথ এবং নায়কে— মোট ছ'জন থাকেন যারা বিচারব্যবস্থা, বিবাহ, গ্রামীণ সমস্যা, পূজা প্রতিটি কাজই সম্পন্ন করেন। এদের বাদ দিয়ে কোনো কাজ হয় না। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পরগনা এবং কয়েকটি পরগনা নিয়ে ডিহরী সামাজিক দায়িত্বগুলি পালন করে থাকে। সবার ওপরে থাকে 'ল মহল'। এর নির্দেশ প্রতিটি স্তরে অবশ্য পালনীয়। আদিবাসীদের সমাজ পরিচালিত হয় যেভাবে তার সাথে সাম্যবাদী চিন্তাধারার মিল পাওয়া যায়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে যখনও সেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া আসেনি তখনও তারা চাষ, গৃহ নির্মাণ, পশুপালন প্রভৃতি করতে হাতে হাত মিলিয়ে পারস্পরিক সহায়তা। এখনও কিছু কিছু জায়গায় এরকম রয়ে গেছে। শিকার করলে পাড়া প্রতিবেশী ভাগ করে খায়। শ্রম দান করেন পুরুষ - নারী নির্বিশেষে। খিদের জ্বালায় মরে গেলেও ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নেয় না। সাঁওতাল সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে ভেদাভেদ নেই। স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবাদের পুনর্বিবাহে কোনো বাধা নেই। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলে অতি অল্পে তুষ্ট হয়, সঞ্চয়ের ধার ধারে না। সারাদিনের রোজগার সন্ধ্যের মধ্যেই ব্যয় করে ফেলে। সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজের জন্য নাচ, গান, বিবাহ প্রতিটি অনুষ্ঠানে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিই প্রধান।

স্বাধীনোত্তর ভারত এদের জীবনে বেশ কিছু পরিবর্তন এনে দিয়েছে। কিন্তু যা দিতে পারেনি তা হল সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা। আদিবাসীই রয়ে গেছে। আদিবাসী কথাটির অর্থ আদিম অধিবাসী। কী সম্মান! কী গুরুত্ব! তাদের সংস্কৃতি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করব, তাদের জীবনযাপনে আমাদের ইতিহাসকে খুঁজব কোথায়? আমরা সভ্য মানুষেরা আদিবাসী কথাতেই একটা ঘেন্না ঘেন্না অনুভব করি। চোখ বুঝলে দেখতে পাই কতগুলো কালো কুচকুচে হাড় জিরজিরে লোক জুলুজুলু চোখে তাকিয়ে রয়েছে। একুশ শতকের উপরি পাওনা আদিবাসী মানেই মাওবাদী। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের তিনটি প্রান্তিক জেলায় প্রশাসনিক তৎপরতা কোনো কালেই ছিল না। বাম জমানায় প্রশাসনিক কাজকর্মের ভার বকলমে সিপিএমের ওপরেই ন্যস্ত। সিপিএমের কর্মীরাই বা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাবেন কেন টু পাইস না হলে? এর ফলে এ অঞ্চলে সিপিএম প্রভাব বহুদিনেরই। তিনটি জেলার বিধানসভার নব্বই শতাংশ আসন সিপিএমের দখলে। মাওবাদীরা যখন গ্রামগুলিতে গিয়ে গিয়ে তাদের প্রচার কাজ শুরু করল সিপিএমের কেন্দ্রীয় থেকে লোকাল কমিটির মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। মাওবাদী, লিঙ্কম্যান, সাপ্লায়ার ইত্যাদি বহু নামে ধরপাকড় শুরু হল। জঙ্গলমহলের প্রতিটি থানায় শক্তি বৃদ্ধি করা হল। গাদা বন্দুকের জায়গায় হাতে উঠে এলো এস.এল.আর., কার্বাইন। স্থানে স্থানে বসল পুলিশ, বিএসএফ, সিআর পি-র ক্যাম্প। কোনো একজন মাওবাদীর খোঁজে এসে গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে যায়। আর জঙ্গলের ক্যাম্পে বসে বসে একাকী জীবনে একটু - আধটু ইয়ে আর কী! এমনিতেই তো এসব জায়গাকে ওনারা মনে করেন পানিশমেন্ট পোস্টিং। বড়বাজার, গড়িয়াহাট কিংবা বাংলাদেশ সীমান্তের রসালো পোস্টিং ছেড়ে কে বা এই জঙ্গলে ডিউটি করতে চায়? জঙ্গলের চোরাচালানকারী আর কাঠগোলাগুলি ছাড়া কেউ পোছে না যে!

হারমোনিয়ামের রিডের মতো বুকের খাঁচা নিয়ে পুলিশের জিপ আর ভারী বুটের আওয়াজ কতদিনই বা শুনবে কেউ। প্রতিবাদ হবে না তা কখনও হয়? ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম 'চুয়াড় বিদ্রোহের' জনক যারা, তারা প্রতিবাদ করবে না তো কে করবে? দীর্ঘদিনের অত্যাচারের প্রতিবাদ হল একটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে।

উন্নয়ন:

সেদিন টিভিতে দেখলাম একদল আদিবাসী যুবক চিৎকার করে তাদের বঞ্চনার কথা বলছে। তাদের মধ্যে মাঝখানে দাঁড়িয়ে শার্টপ্যান্ট আর কালো রোদচশমা পরা যে ছেলেটি একটু লিডার গোছের, যার গলা বেশি শোনা যাচ্ছে বলে, 'এইখ্যানে কারেন নাই, জল নাই, ইস্কুল নাই। সিপিএম কিছুই দেয় নাই, সবই তো নাই এর বাজার। কত দিন আর হাত গুঁটায়ে বস্যে থাইকব্য তার লেগ্যে টাঙ্গি ধর‍্যেছি।' শুনে মনে মনে হাসলাম আর বললাম ওরে বাছা সিপিএম জমানায় কিছুই কি পাসনি? এই যে রাস্তা, পাকাবাড়ি, ইস্কুল, টিউবওয়েল, সেচের জন্য খাল যেটুকু হয়েছে সবই তো বাম জমানায়। স্বাধীনতার তিরিশ বছরে কংগ্রেস জমানায় কিছুই তো ছিল না। যেটা পাসনি সেটা হল সমান উন্নয়ন। রাজ্যের বাকি অংশে টাকা ঢালার পর ছিটেফোঁটাটুকু তোদের পাতে পড়ে। সেটুকুও যদি সদ্ব্যবহার হত অঞ্চলের চেহারাটা পাল্টে যেত। হচ্চে না সিপিএমের চূড়ান্ত দুর্নীতি আর প্রশাসনিক গাফিলতিতে। এবার নির্বাচনে জিতে মুখ্যমন্ত্রী 'পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন' দপ্তর খুলে বসলেন। লক্ষ্য জঙ্গলমহলের উন্নয়ন। মহাকরণে দপ্তর রয়েছে ঠিকই, কিন্তু না আছে কর্মী না চেয়ার টেবিল। যেখানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে এই অবস্থা তৃণমূল স্তরের কর্মীরা কি করে কাজ করবেন সহজেই অনুমেয়। ফল হল গত ২০০৬ - ০৭ আর্থিক বাজেটের ৪০ কোটি টাকার এক দশমাংশও খরচ হয়নি। অন্যান্য যে সমস্ত খাতে উন্নয়নের টাকা আসে তা শেষ পর্যন্ত মহাকরণ থেকে জেলা সদর, সদর থেকে

মহকুমা, মহকুমা থেকে পঞ্চায়েত— এভাবে হাত বদল হতে হতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রধান কারণ অনুন্নয়ন না হলেও আন্দোলনে অনুঘটকের কাজ করছে একথা অনস্বীকার্য।

আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি :

নভেম্বরের শুরুতে আন্দোলনের প্রথমদিকে সাঁওতাল সমাজের নিয়ম মেনে পাড়া থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে পরগণা আন্দোলন ছড়াচ্ছিল এইভাবে। ১০ নভেম্বর থেকে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক একটি সংগঠন যার নাম 'ভারত জাকাত মাঝি মাড়ওয়া' আন্দোলনের রাশ হাতে ধরে নেয়। তখনও আগুন লালগড় - ঝাড়গ্রামের বেশি ছড়ায়নি। ১১ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টি আসরে নামে এবং আন্দোলনটিকে সশত্র এবং জঙ্গি রূপ দেয়। দিশম পার্টি মাঠে নামার পর ঝাড়খণ্ড পাটি (চুনিবালা) এবং ঝাড়খণ্ড পার্টি (আদিত্য) এই দু'টি রাজনৈতিক দলই তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। আদিবাসীদের মধ্যে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেসের যেসব কুচোকাচা কর্মী ছিল সবাই প্রবল জাত্যভিমান থেকে জড়িয়ে পড়ে আন্দোলনে। নানা মতামত পরিবেষ্টিত নেতারা আন্দোনকে সফল রূপ দিতে একটি অ-রাজনৈতিক মঞ্চ করার প্রয়োজন বোধ করলেন। সেই লক্ষ্যে ১৩ নভেম্বর গঠিত হল 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি'। এরপর থেকে এরাই নেতৃত্ব দিয়েছে আন্দোলনের। এই মঞ্চটি তৈরি করার পেছনে মাওবাদীদের মাথা ছিল বলে অনেকে মনে করেন এবং তারা এ-ও মনে করেছেন যে, এই কমিটিকে সামনে রেখে মাওবাদীরাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু এরকম মনে করার পেছনে যুক্তি ধোপে টিকবে না। ঝাড়খণ্ড পার্টির প্রধান আদিত্য কিস্কু, দিশম পার্টির নেতা সুশীল মাহাত এবং পুলিশ সন্ত্রাস বিরোধী নেতা কর্মীদের সাথে কথা বলে আমার যা মনে হয়েছে আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে আদিবাসীদেরই দ্বারা চালিত। এরকম মনে হওয়ার কারণ হল আন্দোলনকারীদের মধ্যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব যা বার বারে দেখা গেছে। নেতারা হয়তো কথা দিলেন কাল সকালে অমুক জায়গায় অবরোধ তুলে নেওয়া হবে, কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। একবার দু'বার নয়, বারে বারে এটা হয়েছে। কিংবা আজ সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত হল, কাল সেটা কেউ মানছে না। এগুলো সবই আদিবাসী আন্দোলনের মৌলিক চরিত্র। 'পুলিশ সন্ত্রাস বিরোধী' মঞ্চে অনেক সিপিএম কর্মী ঢুকে পড়েছিল এই অজুহাতে যে তারা বিক্ষুব্ধ এবং আদিবাসী। আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়ার জন্য এই একটি ভুলই যথেষ্ট। কারণ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে এরাই বেরিয়ে গিয়ে আন্দোলনের গতিকে স্তব্ধ করে এবং প্রতিরোধ কমিটিতে যোগ দেয়। মাওবাদীরা নেতৃত্বে থাকলে কোনোদিনই এরকম ছেলেমানুষী ভুল হত না। অবশ্য আন্দোলনকারীদের মধ্যে যেমন সিপিএম তৃণমূল সব দলের কর্মীরাই আছে তেমনি মাওবাদীরাও থাকতে পারে।

শেষ কথা:

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রাম শহরে যেখানেই যুক্তিবাদী সমিতির কর্মীরা রয়েছেন আদিবাসীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন এবং আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। স্থানীয়ভাবে সমিতির পত্রপত্রিকায় তুলে ধরেছেন সামগ্রিক চিত্রটি। সমিতির তরফ থেকে আমি ২৩ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড পার্টি (আদিত্য) এবং ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাদের জানিয়েছি পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে যুক্তিবাদী সমিতি আপনাদের সাথে আছে। তারা আমাদের সাথে মন বিনিময় করেছেন। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যুক্তিবাদী সমিতির 'স্ট্যান্ড পয়েন্ট' নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে প্রবীরদা এবং সুমিত্রাদি বলিষ্ঠ মতামত দিয়েছেন তা আন্দোলনকারীদের আরও উজ্জীবিত করছে।

গত দেড় মাসের চাপান - উতোরে সাফল্য এসেছে অনেকখানি। যাঁদের গ্রেফতার করা নিয়ে এত কাণ্ড তাদের নাম মামলা থেকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবছে সিআইডি। এর জন্য তারা আদালতে আবেদনও জানিয়েছে। মাওবাদী সন্দেহে গ্রেফতারের পর এভাবে মামলা প্রত্যাহারের সরকারি আবেদনকে 'নজিরবিহীন' বলেই মনে করছেন মেদিনীপুর আদালতের আইনজীবীরা। জেলাশাসক এবং অনগ্রসর কল্যাণ মন্ত্রকের কাছে আরও ২০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে কয়েকটি স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার জন্য। তড়িঘড়ি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে। আরও কত বেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ অযথা আদিবাসীদের হয়রানি করবে না, রাতের বেলা খোঁজাখুঁজির নামে কারও বাড়িতে ঢুকবে না, গেলেও গাঁয়ের মাতব্বরদের সাথে নিয়ে যাবে, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে থাকা আদিবাসীদের মুক্তির ব্যাপারে সচেষ্ট লহে। লালগড় কাণ্ডে পুলিশি নিগ্রহের ঘটনার তদন্ত হবে এবং দোষী প্রমাণিত হলে পুলিশের শাস্তি হবে, স্কুল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে বসানো হবে না। আদিবাসীদের প্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্তাদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গড়ে তোলা হবে। তারাই এলাকার উন্নয়ন এবং সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা, সভা করবেন। আমাদের মহান মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার দেড়মাস পর বুঝতে পারলেন পুলিশ সেদিন বাড়াবাড়ি করেছিল। ঠিক করেনি। সেজন্য উনি দুঃখিত এবং লজ্জিত একথা বলতেও ভোলেন নি। আমরা বরাবর জানি উনি খুব ভালো বোঝেন, তবে একটু দেরীতে এই আর কী!

প্রশাসনের এই ইতিবাচক পদক্ষেপ কত মাইল যাবে জানা নেই। হয়তো গোড়াতেই চারাগাছ শুকিয়ে যাবে। আবার শুরু হবে দমদম দাওয়াই, কেশপুর লাইনের মতো পরিচিত শব্দবাক্য। জঙ্গলমহল ধীরে ধীরে হয়ে উঠবে অশান্ত। এরকম ভাবার কারণ আছে। কেননা, আদিবাসীদের প্রতি রাজ্যবাসীর সহানুভূতির কাউন্টার অ্যাটাক করতে ডিসেম্বর থেকে সিপিএমের ক্যাডার - গণসংগঠন - বুদ্ধিজীবী বাহিনীর মিলিত উদ্যোগে সর্বত্র একটা হাওয়া তোলা হচ্ছে আদিবাসীরা নাকি পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করতে চাইছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যই এত আন্দোলন। সরকারের পা-চাটা সংবাদমাধ্যমগুলি এই প্রচারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই ভয় হয়! আমরা বামপন্থী সরকারটিকে কম দিন তো দেখছি না। প্রথমে সেন্টুতে সুড়সুড়ি দিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে রাজ্যবাসী থেকে আলাদা করবে, তার দেয় আড়ং ধোলাই। তুমি যা জিনিস গুরু! আমরা সবাই জেনে গেছি।